ঘরকুনো নামাযী
আব্দুল হামীদ ফাইযী

আব্দুল হামীদ মাদানী

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

অনেক ভাল মানুষ নামাযী আছেন, যাঁরা মসজিদে এসে নামায পড়তে চান না, কেউ বা লজ্জা করেন, অথচ এমন লজ্জাশীলতা মোটেই ভাল নয়। কারো বা কারো প্রতি রাগ থাকে, সুতরাং তিনি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চান। কারো হয়তো জামাআতের মানুষের প্রতি অহংকার ও ঘৃণা থাকার ফলে জামাআতে আসতে চান না। অনেকে আরো অনেক কারণে ঘরকুনো হয়ে থাকেন---শুধু নামাযের ব্যাপারে।

এ ব্যাপারে আরবীতে একাধিক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এখানে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেই শ্রেণীর কল্যাণকামী মানুষ কোথায়, যিনি এই ধরনের কল্যাণ বিনামূল্যে বিতরণ করবেন? বড় বড় ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী অবশ্যই আছেন, কিন্তু এই শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের প্রেরণা কোথায়?

কেবল নিজেকে নামাযী বানানোই যথেষ্ট নয়। অপরকে নামাযী বানানোর চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে; কিন্তু আপনার-আমার হাতে চেষ্টা আছে; মহান আল্লাহ তাই দেখবেন। কত লোক মসজিদে আসে না, মসজিদে তাদেরকে নিয়ে সমালোচনাও হয়, আফসোস হয়; কিন্তু ঘরকুনো সেই নামাযীদেরকে মসজিদমুখো করার ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি থাকে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, তাদের অনেকে কারো খাতিরে কয়েকদিন মসজিদে এলেও মসজিদে আসার যে মধু আছে, তা পায় না অথবা না আসার যে শাস্তি আছে তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে না।

আসুন! আমরা নামাযী বানানোর সাথে সাথে ঘরকুনো নামাযীকে মসজিদমুখো করতে চেষ্টা করি। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহর ঘর আবাদ রাখতে প্রয়াসী হই। আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
২৬/ ১/ ১০

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. وبعد:

চাকুরিজীবী মানুষ যদি তার কর্মক্ষেত্রে প্রত্যহ হাজিরা না দিয়ে অবহেলা বা অলসতায় সপ্তাহে একদিন অথবা বছরে মাত্র একমাস উপস্থিত হয় এবং তার অবেক্ষক অথবা অধিকর্তা তাকে অন্য সকল চাকুরেদের মত প্রত্যহ হাজির হতে বললে তার কথা অমান্য করে এবং বলে, 'আমি আমার কতর্ব্য বাড়িতে বসেই সম্পন্ন করব।'

এমন চাকুরে সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন ? সে কি বেতনের অধিকারী হবে ? চাকুরি হতে তাকে কি বরখাস্ত করা হবে না ?

এমন নামাযী প্রসঙ্গে আপনাদের কি রায়, যে সপ্তাহান্তে একদিন (জুমআ) বা বছরে একমাস (রমযান) ছাড়া অন্য সময় মসজিদে উপস্থিত হয় না এবং মনে করে যে, এত বড় ফরয কর্তব্য ঘরে বসেই পালন হয়ে যাবে। এমন নামাযী কি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হবে না ?

চাকুরিজীবীদের কেউ কি মনে করে যে, কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হয়ে ঘরে বসেই চাকুরির ডিউটি পালন করবে ? তবে কেন অনেকে মনে করে যে, নামাযের ক্ষেত্র মসজিদে হাজির না হয়ে ঘরেই (ফরয) নামায আদায় করবে ?

প্রতিদিন সকালে বা নির্দিষ্ট সময়ে চাকুরেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বের হয়। ছাত্ররা স্কুল-মাদ্রাসায় যায়। সময় হয়ে এলে আর কেউ ঘুমিয়ে থাকে না। গৃহকর্তা বা কর্ত্রী সকলকে জাগরিত ক'রে থাকে, কাউকে ধমকও দিয়ে থাকে। কিন্তু নামাযের যখন সময় হয়, মুআয্যিন যখন

আহবান করে---বিশেষ ক'রে ফজরের নামাযের জন্য ডাকে---তখন খুব কম লোকই নিজ ঘর হতে বের হয়ে থাকে। খুব অল্প গৃহকর্তা-কর্ত্রীই নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে থাকে বা ধমক দিয়ে থাকে।

কিন্তু এর কারণ কি ? আল্লাহ কি সবার অধিক তা'যীম, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী নন? আল্লাহর হক আদায় করতে যত্নবান হওয়া কি অধিক উচিত নয়?

মসজিদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রতম স্থান। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট সারা পৃথিবীর মধ্যে সব জায়গা থেকে বেশী পছন্দনীয় জায়গা হল মসজিদ। মসজিদকে নামায দ্বারা আবাদ রাখা এবং তাতে যিক্‌র করা রুজি-রোজগারে অধিক বর্কত ও প্রাচুর্যের হেতু। আল্লাহপাক বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ {٣٦} رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ {٣٧} لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ {٣٨}

অর্থাৎ, সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে। যাতে তারা যে সৎকাজ করে, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। *(কুঃ-২৪/৩৬-৩৮)*

শুধু মাত্র চাষ করলেই ফসল হয় না, কেবল ব্যবসাতে নামলেই পয়সা রোজগার হয় না। যেহেতু ফল-ফসল ও উন্নতি লাভ সব আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন বঞ্চিত। আর তিনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে দেনে-ওয়ালা আর কেউ নেই। আর তিনি যাকে দান করেন তাকে বঞ্চিত করনে-ওয়ালা কেউ নেই। অতএব নামাযের জন্য সামান্য সময় ব্যয় করলে সে ব্যবসায় বা কোন কাজে ক্ষতি হবে এ ধারণা নিছক ভুল।

পক্ষান্তরে বান্দা নিজের কৃত পাপের কারণে রুজি হতে বঞ্চিত হতে পারে। আর আল্লাহর অধিকার ও অনুদেশের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা করা আল্লাহর কাজের উপর অন্য কোন কাজকে প্রাধান্য দেওয়া, তাঁর অধিকারের চেয়ে অন্যের অধিকারকে অধিক আদায়যোগ্য মনে করা অপেক্ষা বড় গোনাহ বা পাপ আর কি হতে পারে ?

তাই তো নামাযের সময় কোন কাজে উপকার বা দোকান খুলে রেখে অধিক লাভের আশা করা বিপরীত ধারণা। তাতে ইষ্ট লাভ না হয়ে অনিষ্ট লাভই হয়ে থাকে। যেহেতু নামাযের আহবানকারী (মুআয্যিন) আহবান জানায়, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' অর্থাৎ, এস সফলতার দিকে। কিন্তু ঐ আহবানে যারা সাড়া না দিয়ে কাজে বা ব্যবসায় মগ্ন থাকে তাদের মন বলে, সফলতা মসজিদে বা নামাযে নেই; বরং সফলতা আছে আমাদের এই কাজে ও ব্যবসায়!

আল্লাহ তাআলার বাণীতে "এমন সব (পুরুষ) লোক যাদেরকে---বিরত রাখে না (অমনোযোগী করতে পারে না)" বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ যারা এরূপ গুণের অধিকারী তারা পুরুষ। অন্যথা যারা এরূপ নয়---তারা পুরুষ নয় কাপুরুষ। যেহেতু মসজিদ ছেড়ে বাড়িতে (ফরয) নামায পড়া নারীর বৈশিষ্ট্য।

যারা মনে করে যে, কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ ক'রে মসজিদে গেলে রোজগার কম হবে, তাদের ধারণা ভুল। যেহেতু রুযীর চাবিকাঠি আছে মহান আল্লাহর হাতে। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা ও শরীকবিহীন উপাস্য। তিনি বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنـــدَ اللَّـــهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (١٧) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা তোমাদের রুযী দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটেই রুযী কামনা কর এবং তাঁর উপাসনা ও কৃতজ্ঞতা কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা আনকাবূত ১৭ আয়াত)*

ঐ দেখুন না, একদা নবী ﷺ জুমআর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে এক বাণিজ্য-কাফেলা এসে উপস্থিত হল। লোকেরা জানতে পারার সাথে সাথেই খুৎবা (শোনা) বাদ দিয়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাইরে বেচা-কেনার জন্য চলে গেল। মসজিদে কেবল ১২ জন রয়ে গেল। এ ব্যাপারে কুরআন নাযিল হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١) سورة الجمعة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-

বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।' *(সূরা জুমুআহ ৯- ১১ আয়াত)*

নিশ্চয়ই ব্যবসা-বণিজ্য, চাষাবাদ, কাজকর্ম ও খেলাধূলা থেকে নামায বেশী গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَـــنِ الْفَحْـــشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর <u>অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সব চাইতে বড়</u>। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, সর্বকাজে সাফল্য আছে আল্লাহর যিক্র বজায় রাখার মাধ্যমে। পালনকর্তাকে ফাঁকি দিয়ে কি সফলতার আশা করা যায়?

যারা বাড়িতেই নামায আদায় করে এমন লোকদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন মহানবী ﷺ। কিন্তু নারী শিশু এবং যাদের উপর জামাআত ওয়াজেব নয়---এমন লোক থাকার জন্য তিনি তা করেন নি । আসলে জামাআত ত্যাগ করা মুনাফিক লোকেদের লক্ষণ। আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে

হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।” *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

মুনাফিকদের প্রধান গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ নামাযের প্রতি শৈথিল্য, অলসতা ও অবহেলা প্রদর্শন করা। যাদের গুণ বর্ণনায় আল্লাহপাক বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً } (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক’রে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى } (٥٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা (অলসতা) শৈথিল্যের সাথেই তারা নামাযে উপস্থিত হয়। *(সূরা তাওবাহ ৫৪ আয়াত)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, (আমরা সকলে মিলে মসজিদের জামাআতে শামিল হতাম) আমাদের মধ্যে তারাই জামাআত হতে পশ্চাদ্বর্তী থাকত, যারা ছিল বিদিত মুনাফিক (কপট)।

অতএব হে নামাযী! আপনি কি ঐ মুনাফিকদের দলভুক্ত হতে চান, যারা পরকালে সর্বাধিক আযাব ও কষ্ট ভোগ করবে ?

জামাআত হতে পশ্চাদ্বর্তী থাকা ঈমানী দুর্বলতার প্রতীক এবং আল্লাহর তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন হতে অনাগ্রহী হওয়ার দলীল। তা না হলে এটা সম্ভবই নয় যে, একজন সুস্থ মুসলিম প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে মুআয্যিনের আহবান 'হাইয়া আলাস স্বালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ (এস নামাযের দিকে, এস সফলতার দিকে)' শোনে অথচ তাতে সাড়া দেয় না, আযানে শ্রবণ করে 'আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ)' অথচ তারপরও তার নিকট কোন খেলা; (তাস, কিরাম, ফুটবল প্রভৃতি), টিভির কোন প্রোগ্রাম দর্শন, রেডিওর কোন প্রোগ্রাম (খবরাদি) শ্রবণ, দোকানে ক্রয়-বিক্রয় সর্বমহান হয়। পার্থিব কর্মব্যস্ততা তার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । ফজরে বিছানায় পড়ে থেকে শ্রবণ করে, 'আস-স্বালাতু খাইরুম মিনান নাওম (নিদ্রা হতে নামায শ্রেষ্ঠ)।' অথচ তার নিকট নিদ্রাই শ্রেষ্ঠ হয় ।

সমস্ত প্রকার মাহাত্ম্য ও গর্ব আল্লাহর জন্য । কিন্তু কতক মানুষ আত্মগর্বের দরুন মসজিদের জামাআতে শামিল হয় না। অনেকে নিজেকে অতি ভদ্র ও সভ্য মনে করে। (তার ধারণায়) কোন অভদ্র ও অসভ্যের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সংকোচ ও কুণ্ঠাবোধ; বরং অসমীচীন বোধ করে । নিজেকে বড় শিক্ষিত ও ধনী ভেবে কোন লেবার রাখাল বা দরিদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়া তার মান-সম্ভ্রমের প্রতিকূল মনে করে । অথচ আল্লাহর নবী ﷺ বলেন,

(لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ).

অর্থাৎ, যার অন্তরে ধূলিকণা পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না । *(মুসলিম)* (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।)

মসজিদ হতে কে বিমুখ হতে চায় ? মসজিদই তো সেই বিদ্যালয় যেখানে মানুষ চরিত্র শিক্ষা পায় । মসজিদই তো সেই কারখানা যেখানে মানুষের মত মানুষ তৈরী হয় । মুসলমানদের জন্য ততক্ষণ কোন ইজ্জত, সম্মান, শক্তি ও প্রতাপ থাকবে না যতক্ষণ না তারা মসজিদমুখো হয়েছে । মসজিদই তাদের পাওয়ার হাউস ।

সুস্থতা এক সম্পদ । তাই অসুস্থতা আসার পূর্বে এই সম্পদের কদর করা উচিত । সুস্থতার স্ফূর্তির সময় মসজিদে উপস্থিত না হয়ে যখন কোন দুর্ঘটনা অথবা বার্ধক্যের ফলে শয্যাশায়ী হবে, তখন হা-হুতাশ করেও নামাযীর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না ।

যেমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতা উভয় সম্পদের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত । যেহেতু সম্পদ শুকরিয়ার ফলেই স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি লাভ করে । আল্লাহপাক বলেন,

{لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ } (٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর । *(কুঃ ১৪/৭)*

আর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার মত সম্পদের শুকরিয়া আদায় হয়, তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করলে, জুমআহ্ ও জামাআতে উপস্থিত হলে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখলে এবং অন্যান্য ইবাদত করলে ।

জামাআত সহকারে নামায আদায় করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ রয়েছে ।

১। কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ } (٤٣)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) সেদিন পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং ওদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে কিন্তু ওরা তা করতে তা সক্ষম হবে না, হীনতাগ্রস্থ হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল, তখন ওদের আহবান করা হয়েছিল সিজদা করতে। *(কুঃ ৬৮/৪২-৪৩)*

সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রঃ) বলেন, ওরা 'হাইয়া আলাস স্বালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ' আহবান শুনেও সাড়া দিত না (মসজিদে হাজির হত না); অথচ ওরা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

কা'ব আল আহবার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম! এই আয়াত তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে, যারা নামায পড়তে জামাআতে শামিল হয় না।'

যে কর্ম ত্যাগ করলে এমন দুরবস্থা হয় সে কর্ম ওয়াজিব নয় তো কি?

২। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর। *(কুঃ ২/৪৩)*

এই আয়াতটিও জামাআতে নামায ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। কারণ, এতে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাআতে নামায পড়ার জন্যই আদেশ করা হয়েছে। 'রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।' তা না হলে কেবল মাত্র নামায কায়েম করতে বলাই উদ্দেশ্য হলে 'তোমরা নামায কায়েম কর'---এই উক্তিই যথেষ্ট হত।

৩। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} (١٠٢)

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বে তখন যেন একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় ------। *(সূরা নিসা ১০২ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে । সুতরাং যদি যুদ্ধাবস্থায়ও জামাআতে নামায পড়ার এমন আদেশ হয়, তাহলে শান্তি অবস্থায় তার অধিক তাকীদ প্রতিপন্ন হয় । জামাআত ত্যাগ করার কারো অনুমতি থাকলে রণাঙ্গনে শত্রুর সম্মুখে ব্যূহবিন্যাসে দন্ডায়মান যোদ্ধাদেরকে সে অনুমতি দেওয়া হত ।

৪। কোন অন্ধ মানুষকেও মহানবী ﷺ জামাআতে অনুপস্থিত থেকে ঘরে একাকী নামায পড়ার অনুমতি দেননি। অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ؓ মহানবী ﷺ-এর দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মত আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা-নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে। (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে নামায পড়ার অনুমতি হবে কি?' আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর ওজর শুনে তাঁকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে মহানবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, "কিন্তু তুমি কি আযান 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনতে পাও।" তিনি উত্তরে বললেন, 'জী হ্যাঁ।' মহানবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য আমি কোন অনুমতি পাচ্ছি না।" *(মুসলিম, আবূ দাঊদ ৫৫২, ৫৫৩নং)*

সুতরাং এই নির্দেশ যদি পরনির্ভরশীল অন্ধের জন্য হয়, যাকে হাতে ধরে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক নেই, তাহলে সুস্থ-সমর্থ চক্ষুষ্মান; যার কোন ওযর-অন্তরায় নেই তার জন্য কি নির্দেশ হতে পারে?

৫। জামাআতে নামায না পড়লে নামায কবুল নাও হতে পারে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।” *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/২৪৫, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

“যে ব্যক্তি মুআয্যিনের (আযান) শোনে এবং কোন ওজর (ভয় অথবা অসুখ) তাকে জামাআতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়, তাহলে যে নামায সে পড়ে সে নামায কবুল হয় না।” *(আবূ দাঊদ ৫৫১নং)*

৬। জামাআত প্রতিষ্ঠা না হলে শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। মহানবী ﷺ বলেন, “যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৫১১, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/২৪৫, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

৭। জামাআতে হাজির না হলে দুনিয়াতেই শাস্তির ধমক রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।” *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৪৩০নং)*

উক্ত হাদীস দু'টি থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জামাআতে উপস্থিত হয়ে ফরয নামায আদায় করা ওয়াজেব। তা না হলে আগুন লাগানোর মত ভয়ঙ্কর হুমকি দেওয়া হবে কেন?

৮। আযান শোনার পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বিনা ওযরে বের হয়ে যাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু সে কাজ মুনাফিক তথা গোনাহর।

উসমান বিন আফ্ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৫৭নং)*

মসজিদে জামাআতে উপস্থিত থেকে মুআয্যিনের আযান শোনার পর যে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, সে আল্লাহর নবীর অবাধ্য ও নাফরমানরূপে পরিগণিত হয়। একদা মসজিদে আযান হলে এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। সে মসজিদ থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আবূ হুরাইরা ﷺ তার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, 'আসলে এ ব্যক্তি তো আবূল কাসেম ﷺ-এর নাফরমানী করল।' *(মুসলিম ৬৫৫নং)* আর এ কথা বিদিত যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে আসলে স্পষ্টরূপে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।" *(কুঃ ৩৩/৩৬)*

৯। আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাহাবাগণও ফরয নামাযের জন্য জামাআতে উপস্থিত হওয়াকে ওয়াজেব মনে করতেন। এ ব্যাপারে তাঁদের কড়া মন্তব্য রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন,

'যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সহিত মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত, আহবান করার (আযানের) সাথে সাথে (মসজিদে) ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায)গুলি হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও; যেমন এই পশ্চাদ্‌গামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল, তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এই মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি ক'রে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, এর দ্বারা তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও তার একটি পাপ মোচন করেন। আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটতার কপট (মুনাফিক) ছাড়া নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না। আর মানুষকে দু'টি লোকের কাঁধে ভর ক'রে হাঁটিয়ে এনে কাতারে খাড়া করা হত।' *(মুসলিম ৬৫৪নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আবূ মূসা আশআরী, আলী বিন আবী তালেব, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।' *(তিরমিযী ২১৭নং, যাদুল মাআদ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তি রোযা রাখে, তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু সে জামাআত ও জুমআয় হাজির হয় না। উত্তরে তিনি বললেন, 'এ অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামবাসী হবে!' *(তিরমিযী ২১৮নং, এটির সনদ দুর্বল)*

আত্বা বিন আবী রাবাহ (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি কোন শহর বা গ্রামবাসীর জন্য এ অনুমতি নেই যে, সে আযান শোনার পর জামাআতে নামায ত্যাগ করে।'

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'কারো আম্মা যদি তাকে মায়া ক'রে এশার নামায জামাআতে পড়তে বারণ করে, তাহলে সে তার ঐ বারণ শুনবে না।' *(বুখারী)*

আওযায়ী (রঃ) বলেন, 'জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে পিতার আনুগত্য নেই, চাহে সে আযান শুনতে পাক, আর না-ই পাক।'

এতগুলি স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ জানার পরও জামাআতে উপস্থিত না হয়ে বাড়িতে বা বাসায় নামায আদায়কারী ঘরকুনো ব্যক্তিদের জন্য কি আর কোন ওযর-আপত্তি থাকতে পারে? এ সব জানার পরও যদি তাতে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে কিয়ামতের হিসাব তো অবশ্যই কঠিন।

মহান আল্লাহ জামাআতে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করা মুসলিমের জন্য ওয়াজেব করেছেন বিভিন্ন যুক্তি ও নানা উপকারিতার খাতিরেই। যেমন ঃ-

১। বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি এই আদেশ করেছেন। যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন যে, কে তাঁর আদেশ পালন করছে এবং কে অবজ্ঞায় তাঁর অবাধ্যতা করছে।

২। জামাআতে উপস্থিতির মাধ্যমে মুসলিমদের আপোসে পরিচয়, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। যাতে তারা একটি দেহের ন্যায় গড়ে ওঠে, বিভিন্ন ইষ্টক দ্বারা নির্মিত একটি প্রাসাদের মত হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয় না, তাকে বিশেষ ক'রে শহরের লোক কেউ চিনতে পারে না; যদি তার সাথে লোকেদের পার্থিব কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে।

৩। জামাআতে হাযির হলে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অপরের দেখাদেখি এবং মসজিদে অনুষ্ঠিত দর্সের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। কোন বিষয়ে অসতর্ক মানুষ সতর্ক হতে পারে।

৪। জামাআতে শামিল হয়ে নামাযী নামাযে অধিক মনোযোগ, একাগ্রতা ও সওয়াব লাভ করতে পারে। কিন্তু যে নামাযী বাড়িতে একাকী নামায পড়ে নেয়, সে তা লাভ করতে পারে না। বরং অনেক সময় তার নামাযে অবহেলা ও ত্রুটি সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে যথাসময় অতিবাহিত করে মুরগীর দানা খাওয়ার মত ঠকঠক ক'রে পড়ে ফেলে যেন মাথার বোঝা হাল্কা করে।

৫। বহু ধর্মদ্রোহী মানুষ এই জামাআত দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকে। অনেকের মনে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। শয়তান রাগান্বিত ও অনুতপ্ত হয়।

৬। মসজিদ অভিমুখে যাতায়তের ফলে শারীরিক কল্যাণ ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা লাভ হয়। বিশেষ ক'রে মসজিদ একটু দূরে হলে হাঁটার মাধ্যমে শরীরচর্চা ও ব্যায়াম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বাড়িতে নামায পড়লে সাধারণতঃ (অন্যান্য কাজ না থাকলে) অলসতা ও জড়তা সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়াও মসজিদ যাতায়তের ফলে আরো অন্যান্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক মুসলিম পুরুষের জন্য উচিত, জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে উক্ত সকল কল্যাণ লাভ করা এবং মুনাফিকী (কপটতা)র সন্দেহ থেকে নিজেকে সুদূরে রাখা।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পায়, (সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হয়; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪০৪নং)*

এ ছাড়া মসজিদে যাওয়ার রয়েছে আরো অনেক কিছু মাহাত্ম্য, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ ক'রে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (নামায) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি করে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি ক'রে মর্যাদা উন্নত করবে। *(মুসলিম)*

উবাই ইবনে কা'ব বলেন, এক আনসারী ছিল। মসজিদ থেকে তার চাইতে দূরে কোন ব্যক্তি থাকত বলে আমার জানা নেই। তবুও সে কোন নামায (মসজিদে জামাআতসহ) আদায় করতে ত্রুটি করত না। একদা তাকে বলা হল, 'যদি একটা গাধা খরিদ করতে এবং রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহন করতে, (তাহলে ভাল হত)।' সে বলল, 'আমার বাসস্থান মসজিদের পার্শ্বে হলেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও নিজ বাড়ি ফিরার সময় কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লিপিবদ্ধ হয়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর এহেন পুণ্যাগ্রহ দেখে) বললেন, "নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তা সমস্তই জুটিয়েছেন।" *(মুসলিম)*

জাবের ؓ বলেন, 'মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হল। (তা দেখে) সালেমা গোত্র মসজিদে (নববী)এর নিকট স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এ খবর নবী ﷺ জানতে পারলে তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের

কাছে চলে আসতে চাচ্ছ!” তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি।’ তিনি বললেন, “হে সালেমা গোত্র! তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে। তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে।” তারা বলল, ‘(মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে আনন্দ দেবে না।’ *(মুসলিম, ইমাম বুখারী ও আনাস ﷺ হতে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।)*

আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “(মসজিদে জামাআতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাআতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৩১০নং)*

আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহ থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন

আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, “তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন ক’রে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।” *(মুসলিম)*

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে

আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

মসজিদে অবস্থান করারও ফযীলত কম নয়। আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোন ব্যক্তি যখন যিক্র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।” *(ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৩২২নং)*

আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা এবং তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম ক’রে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, বাযযার সহীহ তারগীব ৩২৫ নং)*

মসজিদে এসে জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব অনেক বেশী।

আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু ক’রে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয়, তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন ক’রে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকেন; ‘হে আল্লাহ! ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর।’ আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা

করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।” *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।” *(বুখারী-মুসলিম)*

উসমান ইবনে আফ্ফান ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের নামায জামাআতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল।” *(মুসলিম)*

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, উসমান ইবনে আফ্ফান ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি এশার নামাযের জামাআতে হাযির হবে, তার জন্য অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকী হবে। আর যে এশা সহ ফজরের নামায জামাআতে পড়বে, তার জন্য সারা রাত ব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকী হবে।” *(তিরমিযী)*

আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যদি লোকে এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানতে পারত, তাহলে তাদেরকে হামাগুড়ি বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই ঐ নামাযদ্বয়ে আসত।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

জামাআত সহকারে নামাযের এত গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও কি কোন মুসলিমের ঘরকুনো থাকার ওজর থাকতে পারে? হয়তো বা তিনি চাকরি করেন, অফিসে যান, চাষ করেন মাঠে যান, ব্যবসা করেন বাজারে যান; কিন্তু নামায পড়েন অথচ মসজিদে যান না কেন?

মনের মধ্যে কিন্তু আছে? ইমাম সাহেবের প্রতি অথবা জামাআতের কোন লোকের প্রতি ক্ষোভ আছে? তাহলেও আপনার জন্য জামাআত

মাফ নয়। আর জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে একঘরে থাকাও কোন সামাজিক ভাল মানুষের পরিচয় নয়।

মানুষকে জবাব দিয়ে বুঝাতে পারবেন, কিন্তু অন্তর্যামী আল্লাহকে বুঝানো তো সহজ হবে না। সুতরাং যে ওজরের জন্য আপনি মসজিদে আসেন না, সে ওজর সত্যিপক্ষে ওজর কি না, তা ভেবে দেখে জবাব প্রস্তুত করুন অথবা সমস্ত খোঁড়া অজুহাত বর্জন ক'রে মসজিদে আসতে অভ্যস্ত হন।

আল্লাহ সকলকে সামাজিক ও জামাআতী নামাযী হওয়ার তওফীক দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.